সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ

ইসলামের আধ্যাত্মিক পথের পাথেয়

মূল | এ হেলওয়া

ভাষান্তর | রোকন উদ্দিন খান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

ভালোবাসা। ভালোবাসা হলো সেই কার্যকরণ, যার জন্য এ জগৎ শূন্য নয়। পৃথিবীর তাবৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে ভালোবাসার পাটাতনের ওপর। ভালোবাসা তা-ই, যে কারণে আমরা আজ এখানে। ভালোবাসা তা-ই, যে কারণে আপনি এ লেখা পড়ছেন, জিভ দিয়ে কথা বলছেন অথবা কান দিয়ে শুনছেন। আমার জন্য এ বই আপনাকে ডেকে আনেনি অথবা আপনাকে খুঁজে বের করেনি; বরং আল্লাহর ভালোবাসার কারণেই বইটি আপনার হাতে এসে পৌঁছেছে।

এই বইয়ে আমি যে কথাগুলো বলব, তা নতুন নয়। এখানে আল্লাহর সেই ভালোবাসা ও অনুগ্রহের শিক্ষাগুলোর কথা বলব—যেগুলো অনেক পুরোনো; কিন্তু সেসব আমরা ভুলে বসে আছি। ইসলামকে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আমাদেরই প্রয়োজন ইসলামের দিকে ফিরে আসা। সেই ইসলামের দিকে—যার মূল বক্তব্যই হলো ভালোবাসা, অনুগ্রহ, শান্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও একতা।

যদিও এ বই ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও অনুশীলনের ওপর লিখিত, তবুও আমি বিশ্বাস করি—কোনো একটি ধর্ম বা দর্শনের চেয়ে আল্লাহ তায়ালা অনেক বড়ো। আমি ইসলামকে আমার ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছি। কুরআনের বাণীগুলো এখানে উপস্থাপন করেছি আপনাকে বদলে দেওয়ার জন্য নয়; বরং এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ আপনাকে কতখানি ভালোবাসেন। আমি মনে করি, ইসলামের গভীরতম শিক্ষাগুলো আমাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে এবং অন্য ধর্মের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাগুলো আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ককে গভীর করেছে। আশা করি এ বইয়ে উল্লেখিত কথাগুলো আল্লাহর প্রেমে পড়ার জন্য আপনার ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তুলবে। আপনি তাঁকে যে নামেই ডাকেন না কেন, তিনি হলেন সেই চিরঞ্জীব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা, যাঁর অনেক নাম থাকলেও তিনি একজনই।

মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের ক্ষমতা কারও নেই। আমি মনে করি, একমাত্র আল্লাহই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা কোন পথে চলব। আল্লাহর সবকিছুই পরিকল্পিত; তাঁর কোনো কাজই দুর্ঘটনাবশত সাধিত হয় না। আমি মাটির ওপর তৈরি হওয়া এমন এক তুষারকণার মতো—যা রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তেই মাটিতে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর বাণী চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।

আমি খুব আনন্দিত এ কারণে যে, বইটি আপনার হাতে এসেছে। আমি গভীরভাবে আশা করি, এই কথাগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার ভেতরের সত্তাকে খুঁজে পাবেন। আপনি হলেন গুপ্তধনসমৃদ্ধ এক রাজপ্রাসাদ, যেখানে লুকিয়ে থাকা ধন-রত্নের সন্ধান আপনি আজও পাননি। স্বর্ণ গলে যায়, টাকা-পয়সা হারিয়ে যায়, কিন্তু আপনার ভেতরে আল্লাহর এমন এক দম রয়েছে—যা কখনো নষ্ট হয় না বা হারিয়ে যায় না।

আল্লাহর সাথে আপনার সংযোগের বিষয়টি সহজাত। কারণ, তাঁর ভালোবাসাই আপনাকে জীবন দান করেছে এবং আপনাকে জীবিত রাখছে। যদি আপনার ও তাঁর মধ্যকার বিরাজমান গভীর সংযোগটিকে আপনি ঝালাই করে নিতে চান, তাহলে আমার মনে হয়—এ বইটি আপনাকে তাঁর ভালোবাসার পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে সেই পিপাসার্ত হৃদয়গুলোর জন্য, যারা কিছু একটার শূন্যতা অনুভব করছেন; কিন্তু কী সেই জিনিস—তা খুঁজে পাচ্ছেন না। এ গ্রন্থ তাদের জন্য, যারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছেন এবং ভাবছেন, তারা হয়তো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন। এ গ্রন্থ তাদের জন্য, যারা তাদের বিশ্বাসের প্রান্তসীমায় অবস্থান করছেন এবং আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম যাদের কাছে সঞ্জীবনী বসন্ত নয়; বরং ভয়াবহ শীতকাল হিসেবে বিবেচিত।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নির্মাণে আপনাকে সাহায্য করবে। ইসলামের ধর্মতত্ত্বের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা এ গ্রন্থে দেওয়া হয়নি; বরং এ গ্রন্থ আপনাকে ব্যবহারিক অনুশীলনের সেই পথে যাত্রা করাবে, যা আপনাকে ভালোবাসতে প্রাণিত করবে, আপনার বিশ্বাসকে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবে, আল্লাহর ওপর আপনার নির্ভরতা এবং তাঁর সাথে আপনার আন্তরিকতাকে বাড়িয়ে তুলবে। এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর প্রেরণাদায়ক বক্তব্য, আধ্যাত্মিক পঙ্‌ক্তি এবং দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের ঘটনাসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়কে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করার একটা প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ গ্রন্থটি আপনাকে আধ্যাত্মিকতার সেই পথে যাত্রা করাবে, যে পথে রয়েছে আল্লাহর রহস্যময় উপস্থিতি এবং তাঁর নিঃশর্ত দয়া, অনুগ্রহ ও ভালোবাসা। আপনার ভেতরটা খুঁড়ে আপনাকে দেখিয়ে দেবে এ গ্রন্থটি। আপনাকে দেখাবে, কীভাবে কুরআন আপনার অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাকে জাগ্রত করতে একটি মানচিত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। এ গ্রন্থে ইসলামের স্তম্ভ, মূলনীতি ও অনুশাসনগুলোর আধ্যাত্মিক গোপনীয়তার (সিক্রেট) ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আপনাকে সেই আল্লাহর সৌন্দর্যের সন্ধান দেবে, যিনি জগতের প্রতিটি অস্তিত্বশীল জিনিসে বিরাজমান। আপনি যে-ই হন না কেন, *সিক্রেটস অব ডিভাইন লাভ* গ্রন্থটি মনে করিয়ে দেবে—আল্লাহর ভালোবাসা হৃদয়ের এমন ব্যথা উপশমকারী ওষুধ, যা আত্মার সঠিক চিকিৎসা দিতে এবং আপনার ভেতরে থাকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

ঈমান জাগ্রত করা এককালীন কোনো কাজ নয় যে, একবার জাগ্রত হলে তা চির জাগরূক থাকবে; বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঈমানের পথে ভ্রমণ কোনো স্বল্প দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতা (রেইস) নয়; বরং দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতা (ম্যারাথন), যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। যদিও আল্লাহকে অনুভব করার প্রশ্নে একেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা একেক রকম, তবুও এ গ্রন্থ লেখার সময় আমি আমার নিজের গল্প পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছি। উদ্দেশ্য এটি প্রমাণ করা, আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়ার এমন ক্ষমতা রয়েছে—যা যেকোনো হৃদয়কে স্পর্শ করা মাত্রই বদলে দিতে পারে।

ভয় থেকে ভালোবাসার দিকে যাত্রা

আমি একজন জন্মগত মুসলিম। তবে কীভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবং কীভাবে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে—তা ছোটোবেলায় কেউ আমাকে শেখায়নি। কৈশোরকালে আমি নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। এরপর গত কয়েক দশক ধরে আমি সেই জিনিসের সন্ধান করে চলেছি, যা আমার আত্মার শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে পারে। আমি বিশ্বের বহু মসজিদে গিয়েছি, আশ্রমে থেকেছি, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে বসে ধ্যান করেছি, তাওইজম ও কাব্বালাহ নিয়ে লেখাপড়া করেছি, কিন্তু কোনো কিছুতেই অন্তরের শান্তি খুঁজে পাইনি।

বয়স যখন বিশ, তখন আমি তুরস্কের কাপাডোসিয়া গ্রামের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতাম। এ সময়ই আমার ভেতর ঈমানের স্ফুলিঙ্গ নতুন করে জ্বলে ওঠে। সেই সময় আমি এমন এক নারীর দেখা পাই, যিনি আল্লাহর ইবাদতে দিবা-রাত্রি মগ্ন থাকতেন। আমি দেখতাম, তিনি সতেরো শতকে তৈরিকৃত পুরোনো একটি পশুর খামারে বসে এমন ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতেন, যেন দুনিয়াতে তার প্রেমিক আল্লাহ ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই।

তিনি মন্ত্রের মতো দুআ পড়তেন না; বরং তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্যে যে নীরব কথাটি প্রকাশ পেত, তা হলো—‘আমি আপনাকে ভালোবাসি হে আমার প্রিয় প্রভু!’ তার উচ্চারিত কথাগুলো ছিল যেন একদল ছন্দময় নৃত্যশিল্পীর মতো, যারা হৃদয় থেকে উৎসারিত এক অপূর্ব ছন্দে ভালোবাসার সমুদ্রে নেচে চলেছে। আমার জীবনে এই প্রথম আমি এমন একজন মানুষকে দেখলাম, যিনি শুধু প্রার্থনাই করেন না; বরং নিজেই প্রার্থনায় পরিণত হন।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, আমার আত্মা এতদিন ধরে যা খুঁজে ফিরছে, তা এই ভদ্রমহিলার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তখনও বুঝতে পারছিলাম না—জিনিসটা মূলত কী এবং কীভাবে সেখানে পৌঁছাব। উপরন্তু এই ভেবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে, একটি অপরিচিত ও অদ্ভুত জায়গার বাড়িতে বসে এমন অনুভূতি আমার ভেতর কী করে এলো! তবে অল্প কয়েক বছর পরই অনুভব করতে পারি, আমাদের প্রকৃত বাড়ি সেটা নয়—যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি; বরং প্রকৃত বাড়ি হলো আমাদের আত্মার বাড়ি, যে বাড়ির দেয়াল ঐশী ভালোবাসার চুন-সুড়কি দিয়ে গড়া।

এখন বুঝি, তুরস্কে আমি যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলাম, সেটি সেই সৌন্দর্য নয়— যেখানে এক ব্যক্তি আল্লাহর প্রেমে পড়েছে; বরং ওটা সেই সৌন্দর্য, যেখানে আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার সমুদ্রে এক ব্যক্তি অবগাহন করছে। এটি ছিল সেই ঐশী ভালোবাসার সুগন্ধি, যা আমার ভেতরের ঈমানের ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলেছে।

একবার যখন অন্তরের ভেতর দীপশিখা জ্বলে উঠল, তখন আমার অন্তরের ওপর আস্তরণগুলো একটু একটু করে খসে পড়তে শুরু করল। এরপর জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদের এক ইমামের সাথে দেখা হলে আমার এই অনুভূতি পূর্ণতা লাভ করল। তিনি আমাকে শেখালেন—কীভাবে হৃদয়ের ভেতরের ভালোবাসা ও ঈমানের চারাগাছে পানি সিঞ্চন করতে হয়। এই বয়স্ক ফিলিস্তিনি ইমামকে আমি শ্রদ্ধার সাথে 'সিদি' নামে ডাকতাম। তাঁর দেখানো পথ আমার জীবনের গতিপথকে আমূল বদলে দিলো।

সিদি ছিলেন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের একজন গুরু এবং আমার প্রথম শিক্ষক, যিনি আল্লাহর ভালোবাসার দরজা থেকে আমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। সিদি বলতেন—জেনে রেখ প্রিয় বন্ধু! আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার ভালোবাসা চিরন্তন এবং তাঁর ভালোবাসার তরঙ্গ সর্বত্র প্রবাহিত হয়। যদি তা না হতো, তাহলে চলমান কোনো কিছুই চলত না, জীবিত কোনো কিছুই জীবিত থাকত না। নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরা সৌরজগতের গ্রহগুলো এবং নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাওয়া প্রতিটি কোষ আল্লাহর ভালোবাসার সাক্ষী এবং তাঁর প্রজ্ঞার নিদর্শন।

নিজের ভেতর এই ভালোবাসা সব সময় লালনের চেষ্টা করবে। কেননা, যে মুহূর্তে এ ভালোবাসা হারিয়ে ফেলবে, সে মুহূর্তেই তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে এবং পরিণামে আল্লাহকেও হারিয়ে ফেলবে।'

আমি পবিত্র কুরআনের যত গভীরে প্রবেশ করলাম, রাসূল ﷺ ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাগুলো যত তলিয়ে দেখলাম, বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম—ইসলামের প্রাণসত্তাই হলো ভালোবাসা। আমার অন্ধ হৃদয় এতদিন যা খুঁজছিল, তার সন্ধান পেলাম। এটি হলো ইসলামের আত্মা—ভালোবাসা।

নামাজ, রোজা ও আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে ইসলামের আরও গভীরে প্রবেশ করার পর লক্ষ করলাম—আমি আমার হৃদয়ের ভেতরের এমন একটি স্থানকে স্পর্শ করতে পারছি, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে কোনো ধারণাই ছিল না। ধীরে ধীরে আমার কঠিন হৃদয় কোমল হতে শুরু করল, ভেতরে আধ্যাত্মিক স্বপ্ন আবার প্রোথিত হলো। নিজের সম্পর্কে যে ধারণা রাখতাম, সেই খোলস ভেঙে গেল। আমার আত্ম-অহংয়ের মুখোশ খসে পড়ল এবং নিজের ভেতরের চেতনার পর্দা উন্মোচিত হলো, যে চেতনাকে আগে কখনো পূর্ণভাবে অনুভব করিনি।

যখন আমি প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম (পরে জেনেছি, এটির নাম 'ফিতরাত' বা স্বাভাবিক সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য—যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবধারিতভাবে বিরাজ করে), তখন আমি এ সম্পর্কে লেখার তাগিদ অনুভব করলাম। এই তাগিদ এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল, এটিকে প্রত্যাখ্যান করতে

পারলাম না। বার্তাটি ছিল পরিষ্কার—ইসলামের ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে একটি বই লিখে ফেলো। যদিও নির্দেশনাটি ছিল একেবারে সোজাসাপ্টা, তবুও আমার মধ্যে নানা সংশয় দোলা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এ কাজের যোগ্যতা কি আমার আছে?

আমি যথেষ্ট ভালো মানুষ নই

আমার মনে হচ্ছিল, আমি তো ইসলামের তেমন কিছুই জানি না। 'আমি যথেষ্ট ভালো মানুষ নই'—এ ধারণাটির একটি সুর আমার ভেতরে বেজে চলছিল। মনে হচ্ছিল, কোটি প্রজাপতি আমার দুশ্চিন্তার সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইছে। তখন আল্লাহর কাছে ফিরলাম এবং বললাম—'এ কাজের যোগ্য লোক আমি নই।' দিনের পর দিন আল্লাহকে এ কথাটি বলতাম। একদিন অন্তরের কান দিয়ে শুনলাম, আল্লাহ বলছেন—'আমি জানি তুমি যথেষ্ট ভালো লোক নও। আমার তোমাকে বাছাই করার কারণ ঠিক এটাই। আর কখনো এমন বলবে না। কাজটি তুমি করছ না; বরং কাজটি করছি আমি তোমার মাধ্যমে।'

হঠাৎ করে আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। যথেষ্ট ভালো মানুষ হওয়ার পর আল্লাহর পথে যাত্রা করতে হবে—এটি ইসলামের কথা নয়; বরং ইসলামের মূল কথা হলো, নিজের সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সঙ্গে নিয়েই আল্লাহর কাছে আসতে হবে এবং নিজের ভেতর এ কথাকে জাগরূক রাখতে হবে। তাহলে তাহলে তিনি তাঁর অসীম দয়া দিয়ে আমাদের দুর্বলতাগুলো দূর করে দেবেন।

উপলব্ধি করলাম, আল্লাহর নামে কোনো কাজ করতে হলে তা আমাদের বর্তমান সক্ষমতার ভিত্তিতে নয়; বরং করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের ভেতরের সম্ভাবনার ভিত্তিতে। যখন আমি সীমিত সক্ষমতার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আল্লাহর অসীম মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তখন সব দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল। মুসা عليه السلام-এর লাঠির মতো এই উপলব্ধি আমার ভেতরের ভয়ের লোহিত সাগরকে আঘাত করল এবং সব দ্বিধা-সংশয়কে সরিয়ে নতুন পথ নির্মাণ করে দিলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মাণোপযোগী হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল—আমি এমন এক কাদামাটিতে পরিণত হয়েছি, যা দিয়ে মাটির যেকোনো পাত্র বানানো সম্ভব। আমি আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। 'আমি কে' এজন্য নয়; বরং তিনি অসীম দয়ার আধার এজন্য।

এক অপরিচিত লোকের শক্তিশালী দুআ

একদিন সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টা গবেষণা ও লেখালিখির পর আল্লাহ আমার অন্তরের কান খুলে দিলেন। আমি শুনলাম, দুনিয়ার কোনো এক প্রান্ত থেকে একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে। সে আল্লাহর কাছে এমন একটি জিনিস চাইছে, যা আমি ইতোমধ্যে লিখে ফেলেছি। এই ঘটনা ছিল ব্যাখ্যার অতীত। আমার মনে হলো, আল্লাহ আমাকে দেখালেন—এ

গ্রন্থটি কাগজের ওপর লিখিত কিছু শব্দের চাইতেও বেশি কিছু। এ গ্রন্থটি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করে লেখা, যিনি খুব যত্ন ও মনোযোগ সহকারে আমাদের প্রতিটি প্রার্থনা শোনেন। আমি বিনয় ও লজ্জায় বিগলিত হয়ে গেলাম। হাজার হাজার ঘণ্টা ধরে চিন্তা করে এ গ্রন্থটি লেখা শুরু করেছিলাম। আজ উপলব্ধি করলাম—এ গ্রন্থটি সেই একটি প্রার্থনার জবাব মাত্র। আমি দিন-রাত চিন্তা করতাম—কে সেই লোক? কে সেই সৌন্দর্যময় হৃদয়ের অধিকারী, যে এত শক্তিশালী প্রার্থনা করতে পারে?

আপনি যে-ই হোন না কেন, আমি নিশ্চিত—একদিন আপনি এ বই খুঁজে পাবেন। যদি সত্যি আপনি বইটি খুঁজে পান, তাহলে বলব—আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আপনার প্রার্থনা আল্লাহর কাছে এতখানি মূল্যবান ছিল, আপনার প্রার্থনার জবাব দিতে কয়েক ডজন মানুষের নিরলস পরিশ্রমে এ বই তৈরি করা হয়েছে। আমি প্রায়ই আপনার কথা ভাবি। ভাবি—কী করে এ বই আপনার হলো! আপনার ভালোবাসা ও তীব্র মনোবাসনাই এ বইকে অস্তিত্বে এনেছে।

আমি লেখক নই। আমি একজন স্বপ্নচারী এবং আল্লাহর প্রেমিক। এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় অনেক মূল্যবান কথামালা ঠাঁই পেয়েছে, যা লেখার যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে আল্লাহ চেয়েছেন, কথাগুলো এভাবে লেখা হোক।

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর

এ গ্রন্থের কোনো অংশ আপনার জন্য প্রেরণাদায়ক মনে হলে দয়া করে এর কৃতিত্ব আমাকে দেবেন না। আমি একজন ফুল উত্তোলনকারী (ফ্লাওয়ার পিকার) মাত্র। আইডিয়ার ফুলের গাছ আমি রোপণ করিনি। এ বই পড়ে যদি হৃদয়ের ভেতর আলোড়ন অনুভব করেন, তাহলে বুঝে নেবেন—আপনার অন্তরে এ বীজ আল্লাহ আগেই বপন করে রেখেছিলেন। গ্রন্থটির কোথাও কোনো ভুল যদি আপনার চোখে পড়ে, তাহলে ধরে নেবেন—এর জন্য আমার মানবীয় সীমাবদ্ধতাই দায়ী।

এ গ্রন্থ আপনাকে সে কথাই মনে করিয়ে দেবে—আপনি যা এবং আপনি সব সময়ই যা ছিলেন। মনে করিয়ে দেবে—এ জগতে আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আল্লাহ আপনাকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন। আপনাকে সচেতনতার সাথে ঐশী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর পথে নিজের হৃদয়-মনকে জাগ্রত করতে যা প্রয়োজন, তা আপনার ভেতরেই রয়েছে। কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। আল্লাহর অসীম ভালোবাসার পথে আল্লাহই আপনাকে চালিত করবেন।

এ হেলওয়া

সূচিপত্র

আল্লাহ : ভালোবাসার আদি উৎস	১৮
আমরা কারা	৫২
কুরআনের রহস্যময় জগৎ	১০০
ইসলামের আধ্যাত্মিক মাত্রা	১২৬
তওবা : ক্ষমা প্রার্থনা এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসা	১৪০
শাহাদাহ : একত্ববাদের সৌধ	১৫৪
নামাজ : আল্লাহর ভালোবাসাকে ধারণ	১৭২
জাকাত : আল্লাহর দান বিতরণ	১৮৮
রমজান : আত্মশুদ্ধির মাস	২০২
হজ : আল্লাহর দিকে যাত্রা	২১২
মৃত্যুর আধ্যাত্মিক রহস্য	২২২
জান্নাত ও জাহান্নামের রহস্য	২৩৬
আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন	২৫০

আপনি আকাশে বিমানের ভেতর, সুদূর মরুভূমিতে কিংবা সমুদ্রের অতল গভীরে থাকেন না কেন, আল্লাহ আপনার সাথেই আছেন। জগতের সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, সবকিছুই ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ চিরকাল অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে আপনার পাশেই থাকবেন।

সূর্য যখন অস্ত যায়, তারাগুলো যখন লজ্জায় ম্লান হয়, চাঁদ যখন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, তখনও তিনি সেই আলো হিসেবে হাজির থাকেন—যা কখনো নিভে যায় না।

আল্লাহ হলেন জগতের সকল প্রেমিকের হৃদয়ের প্রেরণা, পৃথিবীর সব গান গাওয়া বুলবুলি পাখির কণ্ঠের সৌন্দর্য, প্রকৃতির সুসজ্জিত মনোহর রূপের পেছনের মূল কারিগর।

আল্লাহ : ভালোবাসার আদি উৎস

বিশ্বজগৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি এমন এক পরম ও সর্বোত্তম বাস্তবতা, যিনি নিজের ভালোবাসার সমুদ্রে সকল ভেদাভেদকে একত্রিত করেন। তিনি এমন এক আলো, যার সংস্পর্শে ফুল প্রস্ফুটিত হয়। তিনি বাতাসের পেছনে থাকা ভালোবাসার নিশ্বাস, যার সংস্পর্শে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং বসন্তকালে তা আবার নতুন সাজে সজ্জিত হয়। তিনি এমন এক শক্তি, যার কারণে পাহাড়গুলো উত্থিত হয়। তিনি এমন এক চিত্রশিল্পী, যিনি মানুষের চোখের মণিকে পর্যন্ত রাঙিয়ে দেন। তিনি সমগ্র প্রকৃতির পেছনের জীবন। তিনি একটি বীজ থেকে বিশাল বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। তাঁর ভালোবাসায় পাথর স্বর্ণে পরিণত হয়।

> ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।’ সূরা আন-নাহল : ৭৮

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের স্রষ্টা আল্লাহ—

‘তিনি আমাদের রব, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।’ সূরা ত্ব-হা : ৫০

আল্লাহর একটি নাম ‘আস-সামাদ’। এর অর্থ—স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্য অর্থগুলো হলো—অটুট, অভেদ্য, খাঁজহীন।[১] আল্লাহকে যদি রূপক অর্থে ‘সমগ্র’ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে আমরা একটি অন্ধকার গহ্বর ছাড়া আর কিছুই নই।

আমরা পরমাণু দিয়ে তৈরি। সেই পরমাণু আবার তৈরি শতকরা ৯৯.৯৯৯৯৯ ভাগ খালি জায়গা দিয়ে। আল্লাহ এমন এক সত্তা, যাঁর ভেতর কোনো খাঁজ বা খালি জায়গা নেই। তিনি অবিচ্ছেদ্য, তাঁর নেই কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু পেতে চাইলে যা পাওয়া যায়, তা শূন্য ছাড়া আর কিছু নয়। জগতের কোনো কিছুই আমাদের ভেতরের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। কারণ, সবকিছুই তৈরি শূন্য পরমাণু দিয়ে। আমরা যখন আল্লাহর কাছে পৌঁছাই, তখনই কেবল আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সন্ধান পাই এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। কারণ, তিনি আল আহাদ, এক, পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য।

---

১. Shah-Kazemi, Reza. *Common Ground between Islam and Buddhism.* Louisville, KY: Fons Vitae, 2011

আল্লাহ হলেন সময়ের স্রষ্টা, এ মহাবিশ্বের নির্মাতা, আত্মার বুননকারী, হৃদয় স্থাপনকারী। তিনি সবকিছু পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সময়ের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তাঁর দম থেকে জীবন সৃষ্টি হয়েছে। এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কথার কম্পন থেকে। তাঁর দয়ার কোল থেকে ভালোবাসা জন্মলাভ করেছে। তিনি বিশাল শূন্যতাকে বলেছেন—‘হও’। আর সাথে সাথে সেখান থেকেই অস্তিত্বের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাঁর কথার আলো পেয়ে অন্ধকার-শূন্যতা থেকে জীবনের ভোর উদিত হয়েছে।

সূর্য যখন অস্ত যায়, তারাগুলো যখন লজ্জায় ম্লান হয়, চাঁদ যখন মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, তখনও তিনি সেই আলো হিসেবে হাজির থাকেন—যা কখনো নিভে যায় না। তিনি বিশ্বজগৎ নন; বরং তিনি হলেন স্থান ও সময়ের পেছনের নিশ্বাস। মানুষের চোখ যা দেখে তা আল্লাহ নয়; বরং আল্লাহ তিনি, যিনি চোখকে দেখার শক্তি দিয়েছেন। মানুষের হাত যা ধরতে পারে তা আল্লাহ নয়; বরং আল্লাহ তিনি, যার কাছে পৌঁছার তাগিদ আপনি অনুভব করেন। তিনি সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন। কারণ, ‘আকাশ আর পৃথিবীতে যারা আছে, তারা তাঁর কাছেই চায়। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।’[২]

তিনি সবকিছু ‘জোড়ায় জোড়ায়’ সৃষ্টি করেছেন, যাতে আপনি অনুধাবন করেন— তিনি এক। তিনি কারও ওপর নির্ভরশীল নন; বরং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর মৃত্যু নেই, কিন্তু তিনি মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি; বরং সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনি কোনো সন্তান জন্ম দেন না, কিন্তু তিনি জানেন— মাতৃগর্ভে কী রয়েছে। তাঁর কোনো শুরু নেই; বরং সবকিছুর শুরু তাঁর কাছ থেকে। তাঁর কোনো শেষ নেই; বরং সবকিছুই তাঁর কাছে ফিরে আসে।

আল্লাহ একবার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি ‘সৃষ্টির সূচনা করেছেন, পরে আবার সৃষ্টি করবেন।’[৩] তাঁর ভালোবাসা ছায়াপথের বাহুর মতো সব আত্মাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তিনি আপনার প্রতিটি কোষের ভেতরে ছন্দময় ভঙ্গিতে গান করেন। হৃদয়ের ভেতর ড্রামের বিট বাজান। তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির নির্যাস থেকে। তিনি ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি আপনার হৃদয়ের ভেতর পুরো বিশ্বজগতের প্রতিবিম্বকে রোপণ করে দিয়েছেন। জগতের অস্তিত্বশীল সকল বস্তুই রয়েছে তাঁর দয়ার আঙুলের মাঝে।[৪]

> ‘ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে এবং যা কিছু ভূমি থেকে বের হয়; যা কিছু আকাশ থেকে অবতরণ করে এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়—সবই তিনি জানেন। তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।’ সূরা সাবা : ২

---

[২]. সূরা আর-রহমান : ২৯

[৩]. সূরা ইউনুস : ৪

[৪]. মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—‘নিশ্চয়ই আদম সন্তানের হৃদয়গুলো দয়াময় আল্লাহর দুই আঙুলের ভেতর এমনভাবে রয়েছে, যেন তা একটি হৃদয়। তিনি এ হৃদয়কে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালনা করেন।’ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন—‘হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের পরিচালক! আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করুন।’ মুসলিম

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি কে রেছি সর্বোত্তম গঠনে। সূরা ত্বিন : ৪

আমি জিন ও মানবকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। সূরা জারিয়াত : ৫৬